স্নান তর্পন করেন রাম রাত্রি প্রভাতে
তিন জন চলিল দণ্ডক কানন দেখিতে।
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ
দণ্ডক বন তিন জন করেন ভ্রমণ।
অনেক ফল ফুল তথা গন্ধে আমোদিত
হেন বেলা এক রাক্ষস আইল আচম্বিত।
রাঙ্গা দুই আঁখি দেখি যোঁখের হৃদয় .
বনজন্তু মারিয়া বেড়ায় কারে নাহি ভয়।
দুর্জ্জয় শরীর বীরে পর্ব্বতসমান
জ্বলন্ত আগুনি যেন রাঙ্গা মুখ খান।
রাঙ্গা চক্ষু রাঙ্গা জিহ্বা প্রচণ্ড বড় দীর্ঘ
জটায়ে বান্ধিয়াছে অষ্ট গোটা সিংহ।
ভার বান্ধিয়া রাক্ষসা লইয়াছে কান্ধে
প্রান লইয়া পলায় সভে রাক্ষসের গন্ধে।
মেঘের গর্জ্জনে রাক্ষস ছাড়ে সিংহনাদ
রাম লক্ষ্মন দেখিয়া যায় রাক্ষস বিরাধ।
ধাইয়া রাক্ষস সীতারে লইল কাঁধে
সীতা লইয়া রাক্ষস উঠিল অন্তরীক্ষে।

সীতা দেখিয়া রাক্ষস খাইতে চায় তোকে
ঝড় যেন বহে রাম লক্ষ্মন বলি ডাকে।
বেশধারী হইয়া বেড়াসি হইয়া তপস্বী
মুনিগন ভুলাইস সঙ্গে লইয়া রূপসী।
মনুষ্য পাইয়াছি এখন করিব ভক্ষন
ঝাট পরিচয় দেহ তোরা কোন জন।
রাম বলেন রঘুবংশে আমার উৎপত্তি
লক্ষ্মন নামে ভাই আমার স্ত্রী সীতা সতী।
তুমি কেন আপনি বিকৃত আকৃতি
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন জাতি।
রাক্ষস বলে শুন আমি এক কথা কহি
তিন জন খাইব অদ্য নিস্তার কার নাহি।
বিরাধ নাম আমার নাহিক মর্যাদা
কাল নামে বাপ আমার বড়ই সে যোদ্ধা।
অনেক মুনি বধ করিনু পাইয়া ব্রহ্মার বর
অচ্ছেদ শরীর মো রবার নাহি ডর।
ঝড়ে যেন ভাঙ্গি পড়ে কলার বাগুড়ি
বিরাধের কোলে সীতা হাত পা আছাড়ি।

ত্রাস পাইয়া রাম লক্ষ্মন সম্ভাষি
দণ্ডক বনে হারাইনু ভাই সীতা রূপসী।
রাজ্য হারাইল ভাই সভাইর দোষে
এখনি খাইবে সীতা দারুন রাক্ষসে।
লক্ষ্মন বলেন গোসাঞি না ভাবিহ তাপ
দুষ্ট রাক্ষস মারহ দূরুক মনস্তাপ।
লক্ষ্মনের বচনেতে রামের বল বাড়ে
সাত বান রঘুনাথ একেবারে এড়ে।
চিত্রবিচিত্র বান রাম এড়েন কোপে
বিরাধি রাক্ষস বিন্ধেন রাম পবনবেগে।
সাত বান খাইয়া রাক্ষস কিছু নাহি জানে
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মনে।
লক্ষ্মনেরে মারে জাঠা রাম এড়ে বান
তিন বানে জাঠাগাছ করিল খান২।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের তরাস
হাতে অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।
ঐষিক বান এড়িল রাম দেখিতে অদ্ভুত
পড়িল বিরাধি রাক্ষস যেন যমদূত।

যণ্ড২ হইয়া পড়ে রক্তের ওপর ভাসে
পদ২ করিয়া যায় রঘুনাথের পাশে।
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়ের ব্যগ্রতা
হৃদয়েতে পড়িয়া সীতা হইল মূর্চ্ছিতা।
যাড়হাতে রাক্ষসা রায়কে করে স্তুতি
রায়ের বাণে পড়িনু পাইনু অব্যাহতি।
শাপ মুক্ত হৈল আমার তোমার বাণে
তোমার শরণ লৈলাম এইসে কারণে।
ধন্য২ সীতা দেবী রাম যার পতি
তোমা পরশিয়া মুই পাইনু মুকতি।
শাপ মুক্ত হৈল মোর শুন রঘুপতি
কুবেরের শাপে মোর এতেক দুর্গতি।
কিশোর নামে দানব মুই কুবেরের অনুচর
স্ত্রী লৈয়া কেলি করে ধনের ঈশ্বর।
কেলি কুতুহলে তারা আছে দুই জন
সময় না বুঝিয়া গেনু তাহার সদন।
কুবেরের সেবক মুই তথা হৈনু ওপনিত
আমা দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।

কোপে শাপ দিল মোরে ধনের অধিপতি
দণ্ডক কাননে গিয়া হও রাক্ষস জাতি।
তবে কৃপা করি বলে মোরে ধনের ঈশ্বর
রামের বাণেতে তোর মুক্ত কলেবর।
তোমার পাদপদ্ম দরশনে পাইনু অব্যাহতি
মৃত শরীর পোড়াইলে মোর হইবে মুকতি।
নানা কাষ্ঠ আনিয়া লক্ষ্মণ মরা শরীর পোড়ে
দানব শরীর এড়ি দিব্য রথে চড়ে।
রামদরশনে দানব গেল স্বর্গবাস
অরণ্যকে রচিল দ্বিজ কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন প্রমাদ বড় রাক্ষস এই দেশে
গোমতী পার হৈয়া চল শরভঙ্গের দেশে।
এথা হৈতে সেই পথ দশ যোজন
অদ্ভুত দেখিবে মুনির তপোবন।
তপের প্রতাপে মুনি জ্বলন্ত অগিনি
বড় প্রীত পাবে দেখি শরভঙ্গ মুনি।

সেই দিন রাম সীতা বঞ্চিল সেই ঘরে
প্রভাতে উঠিল রাম মুনি দেখিবারে।
মুনির তপোবনে গেল তিন জন
হেনকালে ইন্দ্র আইসে মুনিসম্ভাষন।
রথোপরে পুরুষ আইসে বিচিত্র বেশে
দেবগন বেষ্ঠিত তাহার চারি পাশে।
রথের শোভা করে মনি মুকুতার ঝারা
পবনবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা।
নেতের পতাকা তায় শ্বেত চামর চুলে
দূরে হইতে শ্রীরাম রথ নেহালে।
রাম বলেন সীতার কাছে থাকহ লক্ষ্মন
জানিয়া আসি মুনির বাড়ি আইসে কোন জন।
চলিলেন রামচন্দ্র পুরুষ উদ্দেশে
ইন্দ্র রাজা হইবেন এই যুক্তি আইসে।
ইন্দ্র বলেন শুন শরভঙ্গ মুনি
রাম আইসে ঝাট দেহত মেলানি।
দুষ্ট রাক্ষস মারিয়া করিবে সংহার
তবে রামের সনে সম্ভাষা আমার।

এই বিনুক বান থুইলাম তোমার ঘরে
আমার বিনুক বান দিও রামের তরে ।
এত বলি অমরাবতী গেল পুরন্দর
হেন কালে রাম গেল শরভঙ্গের ঘর ।
মুনি নমস্করি রাম বার্ত্তা পুছেন সার
ঝাট কেন ইন্দ্র গেলেন স্বর্গের দ্বার ।
মুনি বলেন আমা নিতে আস্যিয়াছিল পুরন্দর
তুমি আইলে তেকারনে গেলেন সত্বর ।
আপনি বিষ্ণু আইলেন রাম মোর পাশ
তোমার দরশনে মোর হৈবে স্বর্গবাস ।
শত বৎসরের তপস্যা তোমারে দিনু দান
ইন্দ্র দিলেন তোমাকে বিচিত্র বিনুক বান ।
মুনি বলেন শরীর ছাড়ি আমি অতি পুরাতন
তোমারে দেখিব প্রান রাখিয়াছি একারন ।
ক্ষনেক রাম লক্ষ্মন বৈসহ এই খানে
অগ্নিতে শরীর ছাড়ি তোমা দরশনে ।

কুণ্ড কাটিয়া মুনি জ্বালিল অনল
অগ্নি জ্বলিয়া উঠে গগনমণ্ডল।
কৌতুক দেখেন সীতা আর লক্ষ্মন
মুনির সাহস দেখেন তাঁরা তিন জন।
রামং বলিয়া মুনি হৈল উর্দ্ধতুণ্ডে
অগ্নি প্রদক্ষিন করি মুনি ঝাঁপ দিল কুণ্ডে।
শরীর পুড়িয়া মুনির হইল অঙ্গার
অগ্নি হৈতে পুরুষ তখন উঠে আরবার।
ব্রহ্মলোকে গেল মুনি পুন্য তপোদয়
দেখিয়া তিন জনের মনে হৈল বিস্ময়।
রামদরশনে মুনি গেল স্বর্গবাস
অরন্য কাণ্ড রচিল দ্বিজ ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাস।

রাম সম্ভাষিতে আইল যত মুনি ঋষি
কেহং ফল খায় কেহ উপবাসী।
অনাহারে থাকে কেহং বরিষা চারি মাস
কেহং সর্ব্ব কাল করে উপবাস।

গাছের বল্কল পরে কেহ জটাধিরে শিরে
কৃষ্ণসারের চর্ম্ম কেহ বল্কল পরে।
মুনি সব দেখিয়া রাম করেন যোড়হাত
সর্ব্ব মুনি বলেন তুমি বিষ্ণু রঘুনাথ।
মুনি সকল স্তুতি করেন রামের গোচর
রাম বলেন মুনি সব না করিহ ডর।
তপোবনে না থুইব রাক্ষসসঞ্চার
মুনির তপের ফলে রাক্ষস হওক সংহার।
মুনির সঙ্গে চলিল রাম দেখিতে তপোবন
প্রভাতে করিল রাম স্নান তর্পন।
আগে মুনি সব যান পাছু রাম লক্ষ্মন
ধনুকে টঙ্কার দিয়া পুরিল সন্ধান।
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুক বান
নিষেধ করেন সীতা রামবিদ্যমান।
রাক্ষসের সনে বিবাদ করহ কোন কার্য্যে
অকারনে প্রানী বধ কর কেহ নাই পুজে।
পূর্ব্বের এক বৃত্তান্ত তোমার তরে কহি
অবধান করহ শুন হে গোসাঞি।

শিশুকালে যবে ছিলাম বাপঘরে
তপোবনের কথা বাপা কহিলেন আমারে।
দক্ষ নামে এক মুনি বৈসে তপোবনে
তার স্থানে স্থাপ্য খাণ্ডা থুইল এক জনে।
মহানরক হয় হরিলে পরের ধন
যত্ন করিয়া খাণ্ডা রাখে সেই ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধ এক পাখি তপোবনে বৈসে
নড়িতে চড়িতে নারে সে বৃদ্ধ বয়সে।
মুনির তরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন
খাণ্ডার চোটে পাখির বধিল জীবন।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের দর্প বৈসে
মহানরক হৈল মুনির স্থাপ্য ধনের দোষে।
সত্য পালি দেশে যাব করহ আগমন
রাক্ষস মারিয়া মুনির করিব পালন।
এত যদি সীতা দেবী কহিলেন কাহিনী
সীতার বচনে ক্রোধ করিলেন রঘুমনি।
মায়াজাতি স্ত্রী তোমার মায়াবচন
ধর্মাধর্ম বুঝাইতে তুমি সে ভাজন।

রাজকুলে জন্ম তোর বুদ্ধিতে পণ্ডিতা
বনে যাইতে বিরোধি ওচিত নহে সীতা।
বনের ভিতর দেখেন দিব্য সরোবর
আচম্বিতে শুনি গীত জলের ভিতর।
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাম জিজ্ঞাসেন কাহিনী
জলের ভিতর গীত কেন কহ দেখি শুনি।
মুনি বলেন তপ করিলেন এক মুনিবর
তের অপ্সরা তথা পাঠাইল পুরন্দর।
ত্রাসে পাঠাইল ইন্দ্র তথায় অপ্সরা
সঙ্গীত রসাল গাহে বাজায়ে সপ্তস্বরা।
সপ্তস্বরা বাজায় কেহ তন্ত্র কপিলাস
অপ্সরার সনে মুনির হৈল অভিলাষ।
পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া তপোবনের খ্যাতি
স্বর্গবাসে গেল মুনি জলেতে বসতি।
নৃত্য গীত করে তারা কার সনে নাহি দেখা
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরানেতে লেখা।

মুনির কথা শুনিয়া কৌতুকী শ্রীরাম
তপোবন দেখিয়া গেল মুনির আশ্রম।
মুনির ব্যবহারেতে রামের পীরিতি
সীতা লইয়া রাম বঞ্চিল সুখে রাতি।
পাঁচ সাত মাস কোথাও দশ মাস
কোথাও বৎসরেক রাম করেন প্রবাস।
বনের কৌতুক দেখিয়া বেড়ান তিন জন
দশ বৎসর হৈল আছেন তপোবন।
স্নান তর্পন করেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
যোড়হাতে বন্দেন রাম মুনির চরণ।
রাম বলেন সুতীক্ষ্ণ মুনি যুক্তি বল সার
অগস্ত্যের চরণে আমি হৈব নমস্কার।
মুনি বলেন অগস্ত্যের বাড়ি যাবে তিন জন
এক দিবসের পথ যাবে শুন রাম লক্ষ্মণ।
অগস্ত্যের কনিষ্ঠ ভাই বৈসে পিপ্পলীর বন
অদ্য গিয়া বাসা কর সেই তপোবন।
তাহার আশ্রমে আজি হইবে অতিথি
কালি প্রভাতে যাইবে তিন ব্যক্তি।

মুনির চরণে বিদায় হৈল তিন জন
বিদায় করিয়া চলিল রাম লক্ষ্মণ।
রাম দেখিয়া মুনি হইল পীরিতি
পিপ্পলীর বনে রাম বঞ্চিল এক রাতি।
মেলানি করিয়া চলিল তাহার প্রভাতে
পথে যান রাম লক্ষ্মণ কথা কহিতে২।
পিপ্পলীর বন এড়ি যান দেড় যোজন
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।
এই তপোবনে মুনি দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি
রাক্ষস মারিয়া মুনি বনে করিল পুরী।
শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতার লাগে চমৎকার
মুনির ঠাঁই রাক্ষস কেমনে গেল মার।
রাম বলেন সীতা শুন ইহার অবান্তর
ইল্বোল বাতাপি তারা দুই সহোদর।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে
বাতাপি গাড়র হৈয়া ব্রহ্মবধ করে।
তাহার ভাই ইল্বোল জানেত সঙ্গীত
লোকমধ্যে বেড়ায় যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।

আদর করি ব্রাহ্মণেরে দেয় নিমন্ত্রণ
গাড়রের মাংস দিয়া করায় ভোজন।
ব্রাহ্মণ শরীরে গাড়রের মাংস থাকে
বাতাপি বাহির হয় ইল্বোল যখন ডাকে।
পেট চিরি বাহির হয় ব্রাহ্মণ তখন মরে
ব্রাহ্মণ বধ করিয়া বেড়ায় দুই সহোদরে।
ব্রহ্মবধ কথা শুনি অগস্ত্য মহামুনি
ইল্বোলের ঠাঁই দান চাহেন আপনি।
দূরে হৈতে আইলাম আমি পথিক ব্রাহ্মণ
গাড়রের মাংস মোরে করাহ ভোজন।
মুনির বচন শুনি ইল্বোলের হাস
একাকী খাইবা মুনি গাড়রের মাস।
মুনি বলেন অনেক দিন আছি উপবাস
ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস।
বাতাপি গাড়র হৈল মায়ার প্রবন্ধে
গাড়র কাটিয়া তখন অনেক ব্যঞ্জন রান্ধে।
বড় আস করি মুনি ভোজন করিতে বৈসে
হাতে থালা করিয়া তখন ইল্বোল পরশে।

গঙ্গা দেবী বলিয়া মুনি মনে২ ডাকে
অলক্ষিতে গঙ্গা দেবী কমণ্ডুলু ঢুকে।
গঙ্গা পান করিয়া মুনি ব্রহ্ম মন্ত্র জপে
মুষ্ঠে২ মাংস মুনি ভোজন করে কোপে।
জীর্ণ গেল মাংস মুনি যত করিল ভোজন
নব দ্বার চাপে মুনি ইল্বোল ডাকে তখন।
মুনি বলে ইল্বোল কোথা দেখহ বাতাপি
ইল্বোল বলে কোথা আইসহ বাতাপি।
সিংহ পাইলে যেন বীরিল ভক্ষ্য হাতী
ইল্বোল মারিতে মন্ত্রনা করে মহামতি।
পণ্ডিত হইয়া তোমার বুদ্ধি কেন ঘাটে
তোমার বাতাপি এই আছে মোর পেটে।
মুনির কথায় রাক্ষস পাসরে আপনা
ঘন২ মকতকর্ম্ম করে যেন পড়ে ঝঞ্ঝনা।
সেই অগ্নিতে ইল্বোল পুড়িয়া মরে
এই প্রকারে মুনি দুই রাক্ষস মারে।
এই রূপে মারিল মুনি রাক্ষস দুর্জ্জয়
তপোবন রক্ষা করেন মুনি মহাশয়।

এই আইলাম অগাস্তোর তপোবন
সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় মুনিদরশন।
সকল কথা কহিতে রাম গেলেন মুনির দ্বারে
হেন কালে শিষ্য এক আইল বাহিরে।
মুনির শিষ্য দেখিয়া বলেন লক্ষ্মণ
রঘুনাথ আসিয়াছেন মুনিসম্ভাষন।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে
রামের কথা কহেন গিয়া মুনির গোচরে।
রাম লক্ষ্মন সীতা দ্বারেতে তিন জন
তোমার আজ্ঞা পাইলে করেন সম্ভাষন।
রামের সম্বাদ পাইয়া অগাস্ত্য মুনি
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা ঝাট করি আনি।
মুনি সভার পুন্যে রাম আইলেন দ্বারে
এতেক বচনে শিষ্য আসিয়া বাহিরে।
রাম লক্ষ্মন সীতা লইয়া গেল মুনির গোচরে
রাম লক্ষ্মন সীতা দেখি হরিষ অন্তরে।
মুনি বলেন গোসাঞি অপূর্ব্ব দরশন
অগাস্তোর চরন বন্দিলেন তিন জন।

এতেক সম্পদ এড়িয়া রাম হৈলা বনবাসী
পাছু লাগিয়াছিল লক্ষ্মন সীতা রূপসী।
লক্ষ্মনের চরিত্রে আমার চমৎকার
তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়াছে অপার।
নানা ভোগ উপহার করয়ে ভোজন
যজ্ঞদ্রব্য আনিয়া দেয় করিতে ভক্ষন।
মুনির আদরে রাম পরম পীরিতি
সীতার সহিত রাম বঞ্চিলেন রাতি।
প্রভাতে করিলেন রাম স্নান তর্পন
মুনির সঙ্গেতে যুক্তি করেন তিন জন।
বাপের সত্য পালিতে চৌদ্দ বৎসর বনে
আজ্ঞা কর থাকিব মুনি গিয়া কোন স্থানে।
গোদাবরীর তীরে রাম দিব্য আওতন
পঞ্চবটী গিয়া রাম বঞ্চে তিন জন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত অদ্ভুত ধনুক বান
সেই ধনুক মুনি রামেরে দিলেন দান।
নানা রত্ন দিলেন মুনি সোনার টোপর
অনেক রত্ন দিয়া মুনি করিলেন আদর।

মুনির ঠাঁই রঘুনাথ মাগিল মেলানি
যতেক প্রমাদ পড়িবে সকল জানে মুনি।
পঞ্চবটী চলিল তখন রাম তিন ব্যক্তি
রামেরে পাঠাইল মুনি করি বিনয় স্তুতি।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজের সে দেশে বসতি
রামের বার্ত্তা পাইয়া পক্ষী আসি শীঘ্রগতি।
গরুড়নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি
তোমার বাপের মিত্র আমি পরিচয় করি।
পক্ষিরাজ নাম আমার পিতামহী বিনতা
বিনতানন্দন গরুড় আমার পিতা।
শনির যুদ্ধে তোমার পিতার করিনু উপকার
তেঁই তোমার বাপের সনে মিতালি আমার।
আইস২ রাম সীতা আইস মোর ঘরে
সেই দিন বাসা দিল অতিথিব্যবহারে।
তিন জন অনুবর্ত্তিয়া লৈয়া গেল পাখি
পঞ্চবটী দেখিয়া রাম বড় হইল সুখী।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধি বাসাঘর
গোদাবরীর জলে স্নান করি নিরন্তর।

লক্ষ্মণ বলেন ঠাকুর তুমিত প্রবীন
কোন স্থানে বাঁধিব ঘর করহ সম্বিধান।
স্থান দেখেন রাম গোদাবরির তীরে
শ্বেত লোহিত পাতর ভ্রমর গুঞ্জরে।
নিকটে প্রসর ঘাট গোদাবরির কুল
নানা তীর্থ সম্বলিত বিচিত্র ফল ফুল।
রাম বলেন এইখানে বাঁধ তুমি ঘর
পক্ষিরাজের সনে কথা কহেন হরিষ অন্তর।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন বাঁধেন ঘর
এক দিনে লক্ষ্মন বাঁধেন ঘর সুন্দর।
পূর্নিত কলসি পাতি পুষ্প রাশি২
অগ্নি পুজি তিন জন হইল গৃহবাসী।
ঘরে প্রবেশ করেন রাম লক্ষ্মন বাখানি
হেনকালে পক্ষিরাজ মাগিল মেলানি।
নির্ভয় হৈয়া তিন জন বেড়াও এই বনে
যখন যে আজ্ঞা কর আসিব এইখানে।

এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে
দুই পাখা মারিয়া গেল আপনার দেশে।
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠেন প্রভাত কালে
স্নান করিতে যান রাম গোদাবরির জলে।
লক্ষ্মণ ঠাকুর মাতায় লইয়া কলসি
শূন্য ঘরে না রহেন মাতা সীতা রূপসী।
কথা কহিতেমাত্র গেলেন গোদাবরী
স্নান করি ঘরে আসি রাম সীতা সুন্দরী।
রাম সীতা ঘরে থাকেন লক্ষ্মণ আনেন ফল
উত্তম ফল মূল খান গোদাবরির জল।
পঞ্চ কোটি তপ করিলে ফল হয় সহস্র কোটি
দশ বৎসর বেড়ান রাম মুনির বাটী২।
তের বৎসর বেড়ান রাম চৌদ্দ প্রবেশ
হরষিত তিন জন নিকট যাব দেশ।
সত্য পালিতে রামের আছে এক বৎসর
হেন বেলা রামের তরে পড়ে আথান্তর।
পঞ্চবটী রহেন রাম দৈব পাষণ্ডি
হেনকালে আইল তথা শূর্পনখা রাণ্ডী।

রাবনের ভগ্নী সে নাম শূর্পনখা
দৈবদোষে রামের সনে হইয়া গেল দেখা।
ভুমিতেং গেল রামের গৃহশালা
রাম দেখিয়া রাঁড়ী কামে হৈল ভোলা।
সর্ব্ব লক্ষন ধরেন রাম বিষ্ণু অবতার
হেন রামের সনে কেমনে হয় নিভৃতে শৃঙ্গার।
মহাপুরুষ রাম বটেন আমি নিশাচর
রাক্ষসমুর্ত্তি এড়ি হইল অতি মনোহর।
জিতেন্দ্রিয়েতে রাম ধর্ম্মেতে বাখানি
পুরুষ চাহিয়া বেড়াই আমি অধর্ম্মচারিণী।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে বলেতে দুর্ব্বলা
রাম ভুলাইতে রাঁড়ী পাতে নানা ছলা।
বেশধারী হৈয়া বেড়ায় পরম রূপিনী
রামের সনে কহে কথা হাস্যবদনী।
রাজকুমার সম দেখি তপস্বির বেশ
এমন কাননে কেন করিয়াছ প্রবেশ।
দণ্ডক বন ভরিয়াছে দারুণ রাক্ষস
এমন বনে বেড়াও তোমার কেমন সাহস।

বিস্তর দুর নাহি রাক্ষসী আইল নিকটে
সুন্দর শরীর তোমরা পড়িলা শঙ্কটে।
মায়া পাতিয়া জিজ্ঞাসেন নিশাচরী
রাক্ষসির মায়া রাম বুঝিতে না পারি।
সরল হৃদয় রাম পরিচয় করি
দশরথের পুত্র আমি রাম নাম ধরি।
ভাইর নাম লক্ষ্মন মোর সীতা নামে স্ত্রী
সত্যের কারণে মোরা বনে২ ফিরি।
বাপের সত্য পালিতে হইলাম বনবাসী
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব হৈয়া তপস্বী।
পরম সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী মুর্ত্তিমতী
একেশ্বর বনে বেড়াও হইয়া যুবতী।
এতেক পুছেন রাম সরল হৃদয়
আপনার রাক্ষসী তবে করে পরিচয়।
শূর্পনখা বলে আমি রাবনের ভগিনী
নানা দেশে ভ্রমি হৈয়া কামচারিণী।
দেশে২ বেড়াই আমি কারে নাই ডর
তোমার স্ত্রী হইতে আইলাম তোমার গোচর।

লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই রাবন রাজা
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন বলে মহাতেজা ।
ধর্ম্মাধিষ্ঠান আছেন ভাই বিভীষন
নিকটে আছে মোর ভাই খর দূষন ।
সমুদ্রে আগিলু আমি কনিষ্ঠ ভগিনী
তোমার স্ত্রী হইলে ধন্য করিয়া মানি ।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাশ মন্দার
তোমার সনে বেড়াইব সকল সংসার ।
দেবপুর যাব যথা নাই মনুষ্যের সঞ্চার
তোমায় আমায় কৌতুকে করিব শৃঙ্গার ।
নানা কৌতুকে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি
এত গুন না ধরে তোমার সীতা সতী ।
তোমার আমার পাষণ্ডি সীতা আর লক্ষ্মন
থুইয়া কার্য্য নাহি করিব ভক্ষন ।
আমার রূপ দেখ রাম কেমন আমার বেশ
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ ।

কুবেশ তোমার সীতা বড়ই নিঘৃনা
এমন স্ত্রী লৈয়া থাক রাম মনে নাই ঘৃনা।
লক্ষ্মন ভাই যাইব তোমার সীতাত যুবতী
কেলি করিয়া বেড়াইব দুই ব্যক্তি।
রাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস
লক্ষ্মন সীতার সনে রাম করেন উপহাস।
পরিহাস করেন রাম বচন চতুর
রাক্ষসী ভাগিতে বলেন বচন মধুর।
আমার স্ত্রী হইলে হবেত সতিনী
লক্ষ্মনের স্ত্রী হও লক্ষ্মন বড় গুনী।
সুচারু লক্ষ্মন ভাই মনোহর বেশ
যৌবন সফল কর তুমি কহি উপদেশ।
গৌরবর্ণ লক্ষ্মন ভাই পরম সুন্দর
লক্ষ্মনের স্ত্রী নাই তুমি কর ঘর।
তোমা হেন এমন কোথায় পাবেন রূপসী
সত্য জানেতে রাঁড়ী মনে২ হাসি।
যুবক হইয়া তুমি একেলা বঞ্চ রাতি
রসকীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।

লক্ষ্মন বলেন আমি শ্রীরামের দাস
সেবকের স্ত্রী হৈলে কিসের নাম যশ।
ত্রিভুবনের নাথ রাম অযোধ্যার রাজা
রাজরাণী হইলে সভে করিবেক পূজা।
কোন গুন ধরেন সীতা তোমার গোচর
সীতা মলীন করিতে পার তুমি মনোহর।
রাম ভজহ তুমি হইয়া সাবধান
মানুষীকে কি করিতে পারে তোমাবিদ্যমান।
উপহাস না বোঝে বচনমাত্র ধায়
লক্ষ্মন এড়িয়া এখন রামের কাছে যায়।
লক্ষ্মন এড়িয়া আইলাম তোমার পাশে
পাষণ্ডি ঘুচাইব সীতা গিলিব গ্রাসে।
মুখ মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে।
ক্ষনে দক্ষিন বামে ক্ষনে পশ্চাৎ সীতা
সীতার ভয় দেখি রামের মনে লাগে ব্যথা।
যেইদিগে যান সীতা সেইদিগে রাক্ষসী
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে সীতাত রূপসী।

রাম বলেন লক্ষ্মন কেন কর উপহাস
ইঙ্গিতে বলেন রাম বচন প্রকাশ।
ক্রোধে লক্ষ্মন বীর এড়ে দিব্য বান
এক বানে রাক্ষসীর কাটিল নাক কান।
রক্তে রাঙ্গা হইল ধারা পড়ে স্রোতে
ওষ্ঠাধির রাক্ষসীর ভাসিল শোনিতে।
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া যায় খর দুষনের পাশে
মাথায় হাত দিয়া কান্দে গাত্র অবসে।
কহিল খর দুষন রাক্ষসের সেনাপতি
কোন বেটা করিলেক বহিনীর দুর্গতি।
সাগরের কুলে থানা বনের ভিতরে
উপরিয়া কোন বেটা আইল মরিবারে।
খর দুষনের থানা যেন যমের কারন
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে যাহার সাজন।
রাবন রাজা না মানে আপনা না জানে
মরিবারে উপায় সৃজিল কোন জনে।
বসিয়াত শূর্পনখা কহে ধিরে২
মানুষ দুই বেটা আসিয়াছে বনের ভিতরে।

তপস্বির বেশ ধরে নহেত তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী।
এক কার্য্যে গেল রাঁড়ী কহে আর কায
ভাতার চাহিল রাঁড়ী কহিতে বাসে লাজ।
মানুষের মাংস খাইতে গেল মোর সাধি
নাক কান কাটে মোর এই অপরাধি।
চৌদ্দ হাজার ছিল তার প্রবীন সেনাপতি
যুঝিবারে খর তারে দিলেত আরতি।
রাম লক্ষ্মন মারিয়া আন তাহার ঘরণী
গায়ের মাংস খায় তার সৃকিনি গৃধিনী।
যার ঠাঁই বহিনী পাইলে অপমান
তার রক্ত মাংস তুমি কর গিয়া পান।
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
সেনাপতি বীর যেন যমের কিঙ্কর।
মার২ করিয়া বীর চৌদ্দ নিশাচর
রাম দেখাইতে শূর্পনখা বাইয়া আগুসার।
আসিয়া উপনিত হৈল যথা রাম লক্ষ্মন
শব্দ শুনি বাহিরে রাম আসি ততক্ষন।

ফল ফুল খাই আমরা কারে নাহি হিংসি
বিনা অপরাধে তোমরা ধাইয়ে কেন আসি।
এত যদি রঘুপতি কহিল উত্তর
রামেরে ডাকিয়া বলে চৌদ্দ নিশাচর।
তপস্বির বেশ দুই ভাই থাক পঞ্চবটী
রাজার ভগ্নীরে কেন নাক কান কাটি।
যে কর্ম্ম করিয়াছিস জীবনে নাই সাধ
কোন মুখে বলিস না করি অপরাধ।
তুমি একেশ্বর আমরা চৌদ্দ জন
চৌদ্দ জনের ঠাঁই পড়িলে না রবে জীবন।
রাক্ষসের সনে যুদ্ধ বড়ই সাহস
জাঠি ঝকড়া শেল টাঙ্গি এড়িল রাক্ষস।
এক বানে রামচন্দ্র চৌদ্দ বান কাটি
মুদ্গর মুষল শেল কাটিয়া ফেলে জাঠি।
চৌদ্দ বানেতে রাম পুরিল সন্ধান
চৌদ্দ রাক্ষস রামের বানে ত্যজিল পরান।
লেওটিয়া বান আইল রঘুনাথের তূনে
রাক্ষস বিনাশহেতু শুন সর্ব্ব জনে।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্ব লোকে
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।

চৌদ্দ রাক্ষস পড়ে শূর্পণখা সব দেখে
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে।
যুঝিবারে পাঠাইল ভাই চৌদ্দ রাক্ষস
কোন প্রয়োজন না করিল সাব অপযশ।
চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইল অস্ত্র খরসান
রামের বাণে চৌদ্দ বীর হারাইল পরাণ।
খর বলে দেখিবে তুমি আমার প্রতাপ
আমি থাকিতে তুমি না কর মনস্তাপ।
আঠি ঝকড়া শেল টাঙ্গি খরসান
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নড়ে পর্ব্বতসমান।
প্রবাল পাতরের জড়া তাহে নানা মণি
চিত্র বিচিত্র ধ্বজা পতাকা রথের সাজনি।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়াত রথ উজ্জ্বল
প্রবাল মুক্তার ঝারা করে ঝলমল।

কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
সম্ভ্রমে যত অস্ত্র রথের উপর তুলি
রথের স্তম্ভ ধরিয়া উঠে ধর মহাবলী।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়ে রথধ্বজে
উথলিয়া রথের ঘোড়া রহে মগ্ন তেজে।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর দূষন
আগে মারিব রাম পশ্চাৎ লক্ষ্মন।
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে
কীর্ত্তিবাসে রামায়ন গাইল শুন সর্ব্ব লোকে

রাম বলেন লক্ষ্মন শুন কটকের কলকলি
সীতা লৈয়া যাহ ভাই এড় রনস্থলী।
রনে থাকিলে হইতে দোষর উপকার
এথা থাকিলে সীতা পাবে চমৎকার।
আমার দিব্বি ভাই লক্ষ্মন চলহ সত্বর
সীতা রাখহ নিয়া পর্ব্বতগুহার ভিতর।

এত যদি লক্ষ্মনেরে বলিলেন রামে
সীতা লইয়া লক্ষ্মন গেলেন সম্ভ্রমে ।
রন দেখিতে দেবগান রহে অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকি দেবতা রঘুনাথে দেখে ।
একেশ্বরমাত্র চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ।
ডাকিয়া রামেরে বলে খর দূষন
মানুষ হইয়া তোর রাক্ষসের সনে রন ।
দূষনের বচন শুনি খর বীর হাসে
ছয় হাজার রাক্ষস লৈয়া রামেরে রোষে ।
দুই হাজার রাক্ষস লইয়া ত্রিশিরার ভিড়ন
ছয় হাজার রাক্ষস লইয়া চলিল দূষন ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে হইল কলকলি
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ।
চতুর্দ্দিগে কটক রাম হইল মধ্য
ব্রহ্মাদি দেবগানের মনে হইল সন্দ ।

রথের সারথি চালাইল অষ্ট ঘোড়া
রামের ওপরে ফেলে আন্তি ঝকড়া।
সন্ধান পুরিয়া রাম এড়ে বান খরসান
খর বীরের বান কাটি করে খান২।
দুই জনে বান বরিষে দোঁহে বিনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে
দুই জনের গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে।
এক সহস্র বান রাম যুড়িল বিনুকে
সহস্র বান মারেন রাম রাক্ষসের বুকে।
কতক রাক্ষসের ওঠিল কলবলি
আর কত রাক্ষস পলায় আওদড় চুলি।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বানে
গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোড়ে রাম বিনুকের গুনে।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রামময়
আপনা আপনি কটক নাহি পরিচয়।
আপনা আপনি রাক্ষস করে মহামার
এক বানে ছয় হাজার রাক্ষস সংহার।

যত ঠাট পড়িল যার বীরমাত্র আছে
দূষনের সেনাপতি দেখে তার কাছে ।
আপনি নিকট লইয়া বীর পশিল সংগ্রামে
হাতে শূল করিয়া যায় মারিতে শ্রীরামে ।
শূল কাটিতে রাম যত বান এড়ে
শূলে ঠেকিয়া বান ওখড়িয়া পড়ে ।
অক্ষয় শূল পাইয়াছে ব্রহ্মার বরে
শূলে ঠেকি ওখড়ে বান কিছু করিতে নারে ।
বানেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে নাহি ঘাটে
শূলের সনে দূষনের দুই হাত কাটে ।
দূষনের দুই হাত চন্দনে ভূষিত
দুই হস্ত কাটা গেল পড়িল ভূমিতে ।
ঘায়ের জ্বালায় দূষন বীর ত্যজিল পরান
রামের তরে দেবগন করিছে বাখান ।
কীর্ত্তিবাস রামায়ন গায় পরম কৌতুকে
দূষন আদি সেনা পড়িল অরন্যকে ।

দূষণ পড়িল খর তখন মনে চিন্তে
কাতর হইল বীর চক্ষুর জলে তিতে।
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগু সরে
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।
রাম আর খর বীর হৈল অগ্নির সোসর
দশ দিগ জল স্থল হৈল অন্ধকার।
অর্ব্বুদ২ বান এড়িছে বিস্তর
ফাক দিয়া খর বীর করিছে ওত্তর।
মানুষ হৈয়া বেটা তোর এত অহঙ্কার
পদাতি মারিয়া তোর হরিষ অন্তর।
কত বান মারিষ বানের না পাই সংখ্যা
কত শত বান এড় নাহি লেখাজোখা।
রাম বলেন শুন খর হৈয়া সাবধান
অজয় শেল বান পাইয়াছি মুনির স্থান।
শরভঙ্গ মুনি মোরে দিয়াছে অক্ষয় তূণ
আঠার বৎসর এড়ি তবু নহেত ফুরান।
রামের বচনে তার মনে লাগে চমৎকার
ত্রাস পাইয়া চিন্তিল সংশয় আপনার।

রাক্ষসের ত্রাস বুঝি রাম এড়েন বান
খর বীরের হাতের ধনুক করে খান২ ৷
ধনুক কাটা গেল খর বীর চিন্তিত
চক্ষুর নিমেষে আর ধনু লইল ত্বরিত ৷
রামের উপরে করে বান বরিষন
চতুর্দ্দিগে জল স্থল ছাইল গগন ৷
নানা অস্ত্র দশ দিগ করিয়াছে প্রকাশ
রাম জিনিনু বলি মনে২ হাস ৷
যে ধনুকে রঘুনাথ সকল রাক্ষস জিনে
রাক্ষসের হাতের ধনু কাটিয়া পড়ে বানে ৷
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবরে
সেই ধনুকে রঘুবীর সন্ধান পূরে ৷
আপনি বিষ্ণু রঘু বীর পূরেন সন্ধান
রাক্ষসের কাটিয়া পাড়ে হাতের ধনুক বান ৷
রথের ধ্বজা কাটিয়া করিল খণ্ড২
ধ্বজা পতাকা কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড ৷

অগ্নিবান এড়েন রাম ধনুকে দিয়া চড়া
বানে কাটিয়া পাড়ে রথের অষ্ট ঘোড়া।
পবনবেগে এড়েন বান রাম তারা যেন ছোটে
আরবার খর বীরের হাতের ধনু কাটে।
মন্ত্র পড়িয়া খর বীর গদাগোটা এড়ে
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।
গাছের নিকট গেল গাছ সব জ্বলে
আলো করি আইসে গদা গগনমণ্ডলে।
রুক্ষ অগ্নি জ্বলে গদা না রহে সায্য বানে
ত্রিভুবনে একাকার ছাইল আগুনে।
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ আর বান এড়ে
অগ্নি জ্বলিয়া বান আকাশ যোড়ে।
অগ্নিময় বান জ্বলে পর্ব্বত আকার
অগ্নিবানে পুড়িয়া গদা হইল সংহার।
গদা কাটিয়া রাম পাইল অপসর
ভাণ্ডার ফুরাইল রাক্ষস হইল ফাঁফর।
গাছ উপাড়ি ফেলে খর বড়ই দীর্ঘল
গাছ কাটিয়া ফেলেন রাম মহাবল।

গাছ পাত্তর কাটিয়া রায় ফেলেন সত্বর
খর বীরের শরীর রায় করেন জর্জ্জর।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া খরের তিতিল রক্তে
রক্তে রাঙ্গা হৈল বীর চাহে চারি ভিতে।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠিয়া দিল রড়
রায়েরে রুষিয়া যায় লইতে কামড়।
রায়েরে কামড় দিতে যায় দৈবদোষে
ঐষিক বান রামচন্দ্র যুড়িলেন ত্রাসে।
বজ্রাঘাতে পর্ব্বত যেন হয় দুই চির
গায়ে প্রবেশে বান পড়িল খর বীর।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস রায় জিনিলেন রনে
রায়ের ডরে বাখানে যত দেবগনে।
ব্রহ্মা বলেন রায় তুমি কর অবধান
সকল দেবতা তোমারে করেন কল্যান।
মহাদেব আসিয়াছেন তোমারে বড় সুখী
ইন্দ্র দেব আসিয়াছে দেখ সহস্র আঁখি।
কুবের বরুন আসিয়াছেন যত দেবগন
অষ্ট লোকপাল আসি করেন স্তবন।

তোমার প্রসাদে এখন বেড়াব স্বচ্ছন্দে
রাক্ষসের থানায় দেব বেড়ায় আনন্দে।
রামেরে বন্দিলেন গিয়া সীতা আর লক্ষ্মন
লক্ষ্মন করেন রামের চরন বন্দন।
সীতা আর লক্ষ্মন রামের রক্ত পাখালি
স্নান করিয়া আইলেন রাম কুতুহলী।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কাহিনী
কৌতুকে সীতা লৈয়া রাম বঞ্চিল রজনী।
রামের সংগ্রাম যত শূর্পনখা দেখে
আকাশ গমনে লঙ্কায় গেল অন্তরীক্ষে।
রাবনে কহিতে যায় সাগরের পার
নাক কান নাহি রাঁড়ী বিকৃতি আকার।
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়
খর দূষন খাইয়া রাঁড়ী রাবন খাইতে যায়।
রাজ্যখণ্ড ইলয়া রাবন বসেছে সাদরে
কস্তুরী কুঙ্কুম রাবনের অঙ্গে শোভা করে।
রাজ্যখণ্ড লৈয়া বসেছেন মন্ত্রিগন
হেনকালে শূর্পনখা দিল দরশন।

নাক কান কাটা গেল তাহা নাহি বলি
সভার ভিতরে রাবণেরে দেয় গালাগালি ৷
শৃঙ্গারকৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে ৷
স্ত্রী লৈয়া বেড়ায় সংঙ্গে কেহ নাহি আর
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস রামের ঠাঁই গেল মারি ৷
হস্তী ঘোড়া নাহি রামের ধানকী দোষর
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ৷
এতেক বার্ত্তা পায় রাবন শূর্পনখার তুণ্ডে
হাহাকার করিয়া শব্দ করে সভামধ্যে ৷
কতেক কটক তার কেমত তার বেশ
ভয়ঙ্কর বনে কেন রাম করিল প্রবেশ ৷
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান
কেমন বিক্রম তাহার কেমন ধনুক বান ৷
শূর্পনখা বলে রাম দশরথের নন্দন
বাপের সত্য পালিয়া বেড়ায় বনেবন ৷
তপস্বির বেশ ধরে নহেত তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী ৷

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যারে চৌদ্দ সেনাপতি
রাক্ষস ক্ষয় করিতে রাম জ্বলন্ত দীপতি।
রামের সমান ভাই লক্ষ্মন মহাবীর
ধনুক বান লইলে কেহ রনে নহে স্থির।
রামের স্ত্রী সীতা হয় জাতিয়ে পদ্মিনী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া সীতা পরম কামিনী।
সীতার রূপের সমান আর নাহি স্ত্রী
রূপে আলো করিতে পারে তোমার অন্তঃপুরী।
যেমন রূপ গুন ধীর তুমি পুরুষরাজে
সীতার রূপ গুন তোমাকে ভাল সাজে।
রাম লক্ষ্মন ভাণ্ডিয়া আনহ তার স্ত্রী
হাস পরিহাস কর লইয়া সুন্দরী।
যেমন মনস্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে
সীতা আনিলে সে মরিবে শোকানলে।
শূর্পনখা যত বলে রাজা সব শুনে
সুন্দর সীতার কথা রাবন ভাবে মনে২।
যুক্তি করে রাবন সভাবিদায়ানে
রাম ভাণ্ডাইয়া সীতা আনিব কেমনে।

রাক্ষসের মায়া মানুষে বুঝিতে না পারে
শূর্পনখা কান্দে রাবন বধিবার তরে ॥
শূর্পনখার কথায় কেহ২ হাসে
অরন্য কাণ্ড গাইল গীত পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে ।

আর দিন রাবন আইল বাহিরে
রাজার মন বুঝিয়া সারথি সত্বরে ।
পুষ্পক রথখান অপূর্ব্ব গঠন
সেই রথের সারথি আপনি পবন ।
হেন রথ সাজিয়া আনে রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক্য নির্ম্মাইল তথি ।
চিত্র বিচিত্র রথখান অপূর্ব্ব গঠন
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ।
সেই রথেতে চাপে রাজা লঙ্কেশ্বর
রাবন লইয়া রথ চলিল সত্বর ।
শীঘ্রগতি চলে রথ বিদ্যুতসমান
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় রাবন শতেক যোজন ।

শ্যামবনে বটগাছ শত যোজন ডাল
আশি যোজন শিকড় তার নামিয়াছে পাতাল।
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চুড়া
সত্তরি যোজন যুড়িয়াছে বট গাছের গোড়া।
বালখিল্যাদি তপ করে মুনিগন
মারীচ উদ্দিশে তথা গেলত রাবন।
তাহার তলে তপ করে মারীচ নিশাচর
রথে চাপিয়া তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর। ০
ত্রাস পাইল মারীচ রাবনেরে দেখি
সর্প যেন মাতা নোয়ায় দেখি গরুড় পাখি।
লোকের প্রান উড়ে যেন বৈরিদরশনে
ত্রাস পাইল মারীচ দেখিয়া রাবনে।
রাবন বলে মারীচ তুমি পাত্রপ্রধান
লঙ্কায় পাত্র নাহি আর তোমার সমান।
দশ সহস্র হস্তির বল তোমার শরীরে
দেবতা গন্ধর্ব্ব নিদ্রা না যায় তোমার ডরে।
বড় দুঃখ পাইয়া আইলাম তোমার গোচরে
সাগরের কুলে থানা বনের ভিতরে।

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর দূষণ মারে
ত্রিভুবনে এত অপমান কেহ নাই করে।
খর দূষণ দুর্জ্জয় ত্রিশিরা বিক্রমে
এত কটক মারে মানুষ বেটা শ্রীরামে।
হাতে অস্ত্রে বনে বেড়ায় হইয়া তপস্বী
সঙ্গে করি লৈয়া বেড়ায় পরম রূপসী।
মানুষ হইয়া বেটা করে এত অপমান
শূর্পণখা বহিনীর কাটে নাক কান।
সাগিরের কুলে থানা বনের ভিতরে
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর দূষণে মারে।
দুর বেটা রাম তারে খেদাড়িল বাপে
ভরত লইল রাজ্য রাম বেড়ায় মনস্তাপে।
রাজা হৈয়া আমি লইনু তোমার শরণ
পাত্রকার্য্য কর মোর শুনহ বচন।
রামেরে ভাণ্ডিয়া লৈয়া যাইহ সত্বরে
সীতা হরিয়া আনিব পাইয়া শূন্য ঘরে।

এত বচন রাবন রাজা করিল প্রকাশ
মুখে রা নাহি মারীচ ছাড়িল নিশ্বাস।
অবোধি রাবন অবোধি লোক সংহতি
কোন পাতকী দিল তোরে মরিতে যুকতি।
প্রানাধিক রামের সীতা সুন্দরী
হেন সীতা আনিতে তোর মজিবে লঙ্কাপুরী।
রামের সনে বাদ করিলে যাবে যমপুরী
আনিয়া কার্য্য নাহি শ্রীরামের স্ত্রী।
কুম্ভকর্ন হেন ভাই করিবে বিনাশ
দেবমুর্ত্তি কুমার মরিবে হইবে সর্ব্বনাশ।
লঙ্কা দেশের স্থানের নাহিক ওপমা
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা।
পায়ে পড়ি কুঠার লই করি হে মিনতি
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।
সীতা আনি রামের সনে না করিহ বাদ
সীতা আনিলে তোমার পড়িবে প্রমাদ।
কুমন্ত্রির বচনে তোর রাজ্যখণ্ড মজে
সুমন্ত্রী মন্ত্রনা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে।

মত্ত হস্তী ছুটিলে যেন না রহে অঙ্কুশে
লঙ্কাপুরী মজিবে তোমার আপনার দোষে।
রামের গুনে পাছু লাগিছে সর্ব্ব লোকে
প্রান দিলেক দশরথ রাম পুত্রশোকে।
এক সীতা বই রাম অন্য নাহি চাহে
এক সীতা বই রামের অন্য নাহি ভাইয়ে।
কুমার সব তোমার থাকুক কুশলে
জ্ঞাতি গোত্র তোমার থাকুক কুতূহলে।
বিস্তর ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী
আনিতে না করিহ মনে রামের মহাদেবী।
রাম বই সীতা দেবী অন্য নাহি ভজে
তোমা না ভজিবে সীতা আনিবে কোন কাযে।
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী
সবংশে মরিবে রাজা পাছু নাহি দেখি।
রাবন বলে মারীচ মৃগ হও তুমি
রাম ভাণ্ডাইয়া সীতা আনিবত আমি।
মৃগরূপ ধরিয়া আমি যাইব রামের কাছে
আগে আমার মৃত্যু তোমার মৃত্যু পাছে।

কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবে শঙ্কটে পুবেশে
সীতা আনিয়া কার্য্য নাহি চলিয়া যাহ দেশে।
পরিনামে ভাল মন্দ বিভীষন জানে
আমার কথা কহিও ধার্ম্মিক বিভীষনে।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধেতে পণ্ডিতা
ত্রিজটা বলে যদি তবে আনিহ সীতা।
তাহা সভার ঠাঁই যদি পাহ অনুমতি
তবে সীতা আনিতে তুমি করিহ যুকতি।
মনের লজ্জা আর শূর্পনখার অবস্থা
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের না কর মনে ব্যথা।
খর দুষন ত্রিশিরার রাবন না করিহ দুঃখ
আপনি জীলে তুমি ভুঞ্জিবে রাজ্যসুখ।
চৌর্দ্দ সহস্র রাক্ষস মারে তার মনে বাদ
দেখিয়া না দেখ তুমি এতেক পুমাদ।
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর
শ্রীরাম তোমায় হয় অনেক অন্তর।
আপনার বিক্রম তুমি আপনি বাখানি
তোমাহেন লক্ষ রাবন একবারে জিনে।

স্ত্রী পুত্র ছাড়িনু কনক লঙ্কাপুরী
তপস্বী হৈয়া রামের তরে তপ করি ।
তবু তোমার ঠাঁই মোর নাহিক এড়ান
রামের কাছে পাঠাহ মোর লইতে পরাণ ।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর
সীতার লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর ।
মারীচ যত বলে রাবণ তত রোষে
অরণ্যকে রচিল গীত দ্বিজ কীর্ত্তিবাসে ।

মরণকালে রোগী যেন না খায় পাচন
মারীচ যত বলে না শুনে রাবণ ।
অতিথি আইলে লোকে দেয় আহার পানি
তোর কাছে আইলাম বলিস দুরক্ষর বাণী ।
মানুষের গৌরব রাখ মোরে মন্দ বলে
আমি তোরে মারিলে রাম কি করিতে পারে ।

অগ্নির তেজ আমি ত্রিভুবনে জানি
দেব দানব জিনি আমি রাক্ষসের মনি।
এমন রাজা ঘরে আইলে আদর না করি
মানুষের গৌরব রাখ মোরে ত্রস্কুরি।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় মানুষ জাতি
নিশাচর হৈয়া ডরাইস থুইলা খ্যাতি।
ইন্দ্রাদি নিষেধে মোরে যত দেবগন
তবু সীতা আনিব আমি না যায় খণ্ডন।
রাম ভাণ্ডাইয়া তুমি লৈয়া যাইহ দূরে
হরিয়া আনিব সীতা পাইয়ে শূন্য ঘরে।
আমার সঙ্গে যাবে তুমি কিসের তোর ভয়
যুদ্ধ না করিব আমি দেখিহ নিশ্চয়।
এতেক শুনিয়া মারীচ বলিল বচন
সীতা ঘরে আনিলে তোর সবংশে মরন।
বল করিয়া আনিলে ত্রিভুবনের স্ত্রী
তুমি মরিলে সভে যাবে ঘরাঘরি।
কুমার সকল তোমার আছে পরিচ্ছদে
সকল নষ্ট হবে তোমার রামের বিসম্বাদে।

এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে এত স্ত্রী
সীতার লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।
সাগরের দর্প কর সাগর কর গড়
রামের ভয়ানক হৈবে আপনি সাগর।
আগে আমি মরিব রামদরশনে
পশ্চাৎ মরিবে তুমি সকল পুরীজনে।
তুমি আমি ভণ্ড হই সকল হবে মিথ্যা
রাম ভাণ্ডাইয়া তুমি আনিতে নারিবে সীতা।
আমার মায়ায় লক্ষ্মন যদি ছাড়ে ঘর
একেশ্বর না রবে সীতা থাকিবে দোষর।
যে ঘরেতে থাকিবেক বীর লক্ষ্মন
সে ঘরে প্রবেশ করিবে বীর কোন জন।
যথা তথা যাহ তোমারে বলি লঙ্কেশ্বর
সীতার চেষ্টা না করিহ চলিয়া যাহ ঘর।
আনিতে গেলাম আমি না পাইলাম সীতা
দেশে গিয়া কহিও রাজা এই সব কথা।
যদি সীতা আনিতে তুমি দড় করিলে মন
মরনকালে স্মরিহ আমার বচন।

রাজা পাত্রে করে যুক্তি হইয়া এক মতি
রথে চাপি উত্তর দিগে চলে শীঘ্রগতি।
ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাস গাইল অমৃতের ভাণ্ড
লঙ্কা মজাইতে বিধি রাবনেরে পাষণ্ড।

তিন কাণ্ড গাইল পুঁথি শ্রীরামচরিত্র
আর তিন কাণ্ড লৈয়া শুন রাবনমাহাত্ম্য।
শূর্পনখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী
এই স্থানে লক্ষ্মন মোর নাক কান কাটি।
রথে চড়িয়া রাবন উপর গগনে
রথে হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে।
মারীচের হাতে ধরি বলেন লঙ্কেশ্বর
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরে মারীচ ব্রহ্মার বরে
চিত্রবিচিত্র হয় তখন মৃগের শরীরে।
রত্নময় হয় মারীচ গায়ে সুন্দর রেখা
ধবল খুর হৈল বিন্দু২ যায় দেখা।